দৈনিক ইত্তেফাক

JUN. 3 1999

তারিখ JUN. 8 1999
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

97

পূর্বের নিয়ম পরিবর্তন করায় ল্যাবরেটরী স্কুলের ছাত্র শিক্ষক ও অভিভাবকদের দুর্ভোগ

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ শিক্ষা অধিদফতরের একটি আদেশের কারণে দেশের অন্যতম সেরা স্কুল ধানমন্ডিস্থ সরকারী ল্যাবরেটরী হাইস্কুলটির প্রথম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রভাতী শাখা এবং প্রথম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত দিবা শাখাকে পরিবর্তন করায় বিপুলসংখ্যক ছাত্র ও অভিভাবক অসহনীয় দুর্ভোগের শিকার হয়। উক্ত আদেশে প্রথম শ্রেণী

(২য় পৃষ্ঠায় ৩-

পূর্বের নিয়ম পরিবর্তন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রভাতী শাখা এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত দিবাশাখা করার জন্য বলা হইয়াছে। এই আদেশের প্রেক্ষিতে স্কুল কর্তৃপক্ষ পূর্বের বহু বছরের প্রতিষ্ঠিত নিয়ম পরিবর্তন করিয়া নূতন নিয়ম চালু করায় ছাত্র ও অভিভাবকরাই শুধু দুর্ভোগের শিকার হন নাই, স্কুলের অধিকাংশ অভিজ্ঞ শিক্ষকও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হইয়া পড়েন। এ সকল শিক্ষক পূর্বে প্রথম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শাখা থাকার ফলে হাইস্কুলের ছাত্রদের ক্লাস নিতেন। এ নিয়ম পরিবর্তন করার ফলে উক্ত শিক্ষকরা প্রভাতী শাখার অর্থাৎ প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক হইয়া পড়েন। ইহার ফলে স্কুলটির লেখাপড়ার মানে অবনতি ঘটে। পূর্বে প্রথম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রভাতী শাখার ছাত্রদের লেখাপড়ার মান উন্নত ছিল বলিয়া শিক্ষকরা জানান। বর্তমান নিয়মে যাহার দুই সন্তান উক্ত স্কুলে পড়ে, তাহাকে ৮ বার স্কুলে আসিতে হয়। ভর্তির নীতিমালায় প্রভাতী শাখার ছাত্রকে কোন অবস্থাতে দিবা শাখায় নেওয়া হইবে না বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে। এ নীতিমালা অনুযায়ী অভিভাবকগণ সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করিয়াছেন। এই নীতিমালাকে তোয়াক্কা না করিয়া শিক্ষা অধিদফতর হইতে এই ধরনের আদেশ জারি করার বিষয়টি রহস্যজনক বলিয়া কয়েকজন শিক্ষক উল্লেখ করিয়াছেন। শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষ, শিক্ষার মানে অবনতি এবং ছাত্র ও অভিভাকদের অসহনীয় দুর্ভোগের কারণে স্কুলের প্রধান শিক্ষক পূর্বের নিয়ম চালু করার জন্য শিক্ষা অধিদফতরে আবেদন করিয়াছেন। কিন্তু দুই বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও উক্ত আবেদনে কোন সাড়া মিলে নাই। অভিভাবকদের পক্ষ হইতেও বহুবার আবেদন করা হইয়াছে। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন শীর্ষ কর্মকর্তা বলিয়াছেন, প্রথম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রভাতী ও দিবা শাখার যে সকল স্কুল রহিয়াছে, উহাদের মধ্যে ২টি স্কুলকে মডেলটেষ্ট হিসাবে প্রথম শ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণী প্রভাতী শাখা এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত দিবা শাখা অর্থাৎ প্রাইমারী স্কুল আলাদা করার জন্য মন্ত্রণালয় হইতে অধিদফতরকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। তবে ল্যাবরেটরী হাইস্কুলের মত একটি প্রতিষ্ঠিত স্কুলের পূর্বের নিয়ম পরিবর্তন করিয়া নূতন নিয়মে আনা উচিত হয় নাই বলিয়া উক্ত কর্মকর্তা অভিমত পোষণ করেন। নগরীর বেশ কয়েকটি স্কুলে উক্ত নূতন নিয়ম চালু করার জন্য অধিদফতরের নির্দেশে উল্লেখ করা হইয়াছিল। এ নিয়ম চালু করার পর শিক্ষার মানে অবনতি, শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষ, ছাত্র ও অভিভাবকদের দুর্ভোগ শুরু হইলে অধিকাংশ স্কুলে পূর্বের নিয়ম পুনরায় চাল করা হইয়াছে। শুধু ল্যাবরেটরী স্কুলের মত কয়েকটি নামকরা স্কুলে পূর্বের নিয়ম চাল করার আদেশ দিতে মন্ত্রণালয় কেন বিলম্ব করিতেছে উহা রহস্যজনক। ল্যাবরেটরী স্কুলে ছাত্রের সংখ্যা তিন সহস্রাধিক। তাহাদের মধ্যে সিংহভাগই দুর্ভোগের শিকার বলিয়া শিক্ষক ও অভিভাবকরা জানান।